CONTEMPORARY EDUCATION: BANGLADESH PERSPECTIVE

MEER MONJUR MAHMOOD*

সমকালীন শিক্ষা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ড. মীর মনজুর মাহমুদ*

ABSTRACT

For many understandable reasons, education gets utmost emphasis. It enables people to choose the right one after differentiating wrong and right. It also enables people to understand the present situation after analyzing the information of the past and people can easily fashion their future in a correct way. This is clearly spelled out in the first revelation of the Qur'an which enjoins upon mankind to "Read!! In the Name of your Lord Who has created (all that exists). He has created man from a clot (a piece of thick coagulated blood). Read!! And your Lord is the Most Generous. Who has taught (the writing) by the pen. He has taught people that which s/he knew not" (al-Qur'an, 96: 1-5). A nation's level of progress can be gauged easily through its education system; besides it would be possible to predict how civilized it is. Education is considered as one of the most important indicators of development and civilization. In Bangladesh, there are three different ways to receive education: informal, non-formal and formal education. It has its latest education policy also. The country has made notable progress in terms school attendance and passing rates but the quality of education is still out of track. The educational system is producing manpower which is not qualified enough in terms of values and morals. The behaviors and activities of students and teachers as well are questionable in all respects. The society is becoming demoralized day by day. In this backdrop, the main objective of this article is to analyze the term education, its aims and contemporary education system of Bangladesh in the light of Islamic norms and values. For this, various books, documents and research findings have been analyzed and used as secondary sources. At the end, it has been tried to give some recommendations, which will be benefited, to policy makers and thinkers for further work in this field.

Key words: Education, contemporary, demoralization, Islamic norms & values, manpower.

* Asian University of Bangladesh, Uttara, Dhaka, Bangladesh monjur.nubd@gmail.com

ভূমিকা:

শিক্ষা মানুষের প্রথম ও প্রধান অধিকার। জন্মগত, নাগরিক হিসেবে অবস্থান কিংবা ধর্মবিশ্বাস এমন যেকোনো বিবেচনায় মানুষের এই অধিকারটি স্বীকৃত। মানুষ ছাড়া ভিন্ন অন্য কোনো সৃষ্টির জন্য এটি প্রযোজ্য নয়। আবার সমকালীন শিক্ষাভাবনা একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়। সমাজ ও রাষ্ট্রে বসবাসরত মানুষের 'আক্বীদা-বিশ্বাস, যাপিত জীবনের চাহিদা ও রুচি-পছন্দের আলোকে শিক্ষা ও তৎসম্পর্কিত বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়ে থাকে। আমরা জানি, শিক্ষা জ্ঞানার্জনের প্রধানতম মাধ্যম। কোনো বিষয়ে জ্ঞানলাভের সাথে সাথে তার বাস্তব প্রতিফলন ব্যক্তি জীবনে প্রতিফলিত হতে দেখা গেলেই সে শিক্ষা ফলপ্রসূ হয়ে থাকে বলে ধরে নেয়া হয়। এই অর্থেই সুশিক্ষা মানবজীবনকে সুন্দর, সুষম ও পরিশীলিত করে। সুশিক্ষা ব্যতীত মানুষের জীবনে পরিপূর্ণতা আসে না। জীবনকে সার্থক ও অর্থবহ করতে প্রকৃত শিক্ষার কোনো বিকল্পও নেই। প্রকৃতিগত কিছু বিষয় ছাড়া সকল বিষয়ে মানুষকে জ্ঞানার্জন করতে হয় শিক্ষার মাধ্যমে। পার্থিব-অপার্থিব এমন কিছু বিষয় আছে, যে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা সকলের জন্য কম বেশি অপরিহার্য । যেমন, মানুষের জন্য তার প্রভুর সঠিক পরিচয় এবং তার নির্দেশ সম্পর্কে জানা অপরিহার্য। সেটা না হলে তার পক্ষে বান্দা হিসেবে যথাযথ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। যেমন কেউ যদি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে জাতীয় পতাকার পরিচয় সঠিকভাবে না জানে, তাহলে তার পক্ষে নিজ দেশের পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু বিষয়টি ছোট হলেও একজন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের জন্যে এ বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করা জরুরি।

নবী-রাসূলগণ প্রত্যেকেই ছিলেন মানবতার মহানশিক্ষক।[১] ইসলামের পরিভাষায় মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি এবং সাথে সাথে সে মাখদূম বা সেবা গ্রহণকারী। আর মহাকাশ, সমুদ্রের জলরাশি, ভূ-পৃষ্ঠ ও তার গর্ভের জানা-অজানা রহস্যময় সকল সৃষ্টিই মানবজাতির খাদেম। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র সৃষ্টি যা জ্ঞান-বুদ্ধি আর সৃজনশীল শক্তির অধিকারী। অন্যেরা তার সহায়ক। মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় সে আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন সৃষ্টিনিচয়ের একমাত্র স্রষ্টা, পালনকারী ও রক্ষাকারী। তার সমকক্ষ বা তুল্য কেউ হতে পারে না, কারো পক্ষে হওয়া সম্ভবপরও নয়। এ বিষয়গুলো কিছু সরাসরি প্রমাণসাপেক্ষ আর কিছু বিশ্বাসজাত-তবে সেটারও অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। এই চিন্তা-বিশ্বাসের ওপরই ইসলামী শিক্ষার পরিচয়, বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য-লক্ষ্যসহ অন্যান্য বিষয়গুলো নির্ভর করে।

[১]. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ولكن بعثني معلما "আমাকে (আল্লাহ) শিক্ষক হিসেবেই প্রেরণ করেছেন।" ইমাম মুসলিম, *সহীহ*, হাদিস নং ৩৭৬৩।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য:

শিক্ষা মানুষের জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া অবস্থাভেদে কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিবর্তন অনাবশ্যক। প্রত্যেক শিক্ষাব্যবস্থার একটি উদ্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে এবং এর পিছনে সদা ক্রিয়াশীল থাকে একটি দর্শন। বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষার কয়েকটি ধারা বিদ্যমান। তাহলো, অনানুষ্ঠানিক (Informal Education), উপ-আনুষ্ঠানিক (Nonformal Education) এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (Formal Education)। আমরা জানি, শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। এটি মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময় তার শিক্ষাকাল। মানুষ প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে শিখে থাকে। সে তার প্রকৃতি, পরিবেশ, দৈনন্দিন জীবনাচরণের মধ্যদিয়ে সবসময় একে অন্যের কাছ থেকে শিখে থাকে। মানুষের জ্ঞানলাভের প্রধানতম উৎস তার মহান প্রভুর প্রত্যাদেশ। তার প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং মেধা ও মনন দ্বারা গবেষণালব্ধ জ্ঞান তাকে মূল উৎস হতে জ্ঞান আহরণে সাহায্য করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞাননির্ভর জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এজন্যে ইসলাম তার অনুসারীদের জন্যে জ্ঞানার্জন করাকে ফরয করেছে। ইসলামের প্রথম নির্দেশনা- 'ইকরা' বা পড়। ইসলাম মানবসৃষ্টি এবং তার শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে এক ও অভিন্ন ঘোষণা করেছে। এখানেই পার্থক্য সূচিত হয়েছে ইসলাম ও অন্যান্য শিক্ষাদর্শনের মধ্যে। আলোচ্য প্রবন্ধে শিক্ষার পরিচয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা এবং ইসলামের আলোকে বিষয়গুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা করা হলো।

শিক্ষা শব্দের উৎপত্তি ও পরিচয়:

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শিক্ষা শব্দটি সংস্কৃত 'শাস' ধাতু থেকে উদ্ভূত। অর্থ শাসন করা, নির্দেশ দেয়া, নিয়ন্ত্রণ করা, উপদেশ দেয়া ইত্যাদি। এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক থেকে বিকাশমান শিশুকে শাসন, নির্দেশ প্রদান, নিয়ন্ত্রণ ও উপদেশদানের মধ্য দিয়ে বড় করে তোলাকে শিক্ষা বলা যায়।[২]

'শিক্ষা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Education. ইংরেজি Education শব্দের অর্থ a process of teaching, training and learning, especially in schools or colleges, to improve knowledge and develop skills. কারো মতে, শব্দটি ল্যাটিন Educare থেকে এসেছে। অর্থ To rear up (লালন-পালন করা), To bring up (প্রতিপালন করা), To nourish (পরিচর্যা করা) ইত্যাদি।[৩]

[২]. খন্দকার আবদুল মোমেন, *শিক্ষা ও জীবন* (ঢাকা: দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি জার্ণাল, ২০০৫), ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২-৯৩।

[৩]. Education word origin: mid 16th cent.: from Latin education (n-), from the verb educare, related to educere lead out, from e- (variant of ex-) out + ducere to lead. [A. S. Hornby, *New Oxford Advanced Learner's Dictionary*, 8th Edition, Oxford University Press].

Joseph T. Shipley বলেছেন, Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Edex এবং Ducer-Duc শব্দগুলো থেকে। এ শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থ যথাক্রমে- বের করা, পথ প্রদর্শন করা।[৪] কেউ বলেছেন, Education শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Educare থেকে। Educare শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় নিষ্কাশন করা বা ভিতর থেকে টেনে বের করা, বিকাশ সাধন করা ইত্যাদি। আবার কারো মতে, Education শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Educatum শব্দ থেকে উদ্ভূত। অর্থ শিক্ষণ বা শিক্ষাদান সম্পর্কিত।[৫]

'শিক্ষা' শব্দটিকে আরবি ভাষায় সাধারণত *তারবীয়াহ* বলা হয়। কুরআন, হাদিস ও আরবি ভাষায় শব্দটির জন্যে যেসব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রসিদ্ধিলাভ করেছে; সেগুলো যথাক্রমে- ১. *তারবীয়্যাহ* (تربية), ২. *তা'লীম* (تعليم), ৩. *তাদীব* (تأديب), ৪. *তাদরীব* (تدريب), ৫. *তাদরীস* (تدريس)। এ পর্যায়ে পরিভাষাগুলোকে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো-

تربية শব্দটি নির্গত হয়েছে ربو থেকে। ربو অর্থ Increase, bring up, to educate. আর تربية অর্থ Education, up bringing Instruction, Pedagogy.

تعليم শব্দটি গঠিত হয়েছে علم থেকে। تعليم (*তা'লীম*) অর্থ- Information, Advice, Instruction, Direction, Teaching, Training, Schooling, Education, Apprenticeship. [৬]

تأديب শব্দটি গঠিত হয়েছে أدب (*আদব*) শব্দ থেকে। أدب অর্থ Culture, Refinement, Good breeding, Good manners, Social graces, Decorum. এ অর্থবহ أدب (*আদব*) শব্দটি থেকেই গঠিত হয়েছে تأديب শব্দ। অন্যদিকে *তাদীব* দ্বারা Education এবং Discipline ও বুঝায়।[৭]

تدريب অর্থ- Habitation, Accustoming, Practice, Drill, Schooling, Training, Coaching, Tutoring.

تدريس (*তাদরীস*) শব্দটি গঠিত হয়েছে درس (*দারস*) শব্দ থেকে। তাদরীস অর্থ- To study, to learn, to teach, to instruct, to wipe out, to blot out, to thrash out, tution. [৮]

[৪] Joseph T. Shipley, *Dictionary of Word Origins* (New York: Philosopical Library, 1945), 2nd Edition, Online source.

[৫]. আহমদ মুখতার ওমর, *মুজামুল লুগাতিল আরাবিয়াতিল মুআসিরাহ* (কায়রো: আলাম আল-কুতুব, ২০০৮)।

[৬]. প্রাগুক্ত।

[৭]. প্রাগুক্ত।

[৮]. প্রাগুক্ত।

কুরআন কারীমে *তারবিয়্যাহ* শব্দের ব্যবহার:

কুরআন কারীমের অসংখ্য স্থানে এই শব্দটির মূল পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, মাতা-পিতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, *"এবং বল, হে প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।"*[৯] অন্যত্র মূসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ফেরআউনের কথার উদ্ধৃতি দেন এভাবে– *"আমি কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি?"* [১০]

সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক থেকে বিকাশমান শিশুকে লালন-পালন, প্রতিপালন ও পরিচর্যা করার মধ্য দিয়ে বড় করে তোলার প্রক্রিয়ার নাম শিক্ষা। মানুষের অজানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা বা জ্ঞান প্রদান করাকে শিক্ষা বলা হয়। যেমন, "অতঃপর আল্লাহ আদমকে সমস্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষা দিলেন।"[১১]

শিক্ষার পরিচয়:

মানবসভ্যতার প্রাণশক্তি হলো শিক্ষা। শিক্ষা একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়। এটি এমন এক পদ্ধতি যার মাধ্যমে মানুষ কোনো বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে থাকে।[১২] সাধারণভাবে আমরা জ্ঞানলাভের পদ্ধতিকে শিক্ষা বলে থাকি। শিক্ষা একটি দর্শনজাত বিমূর্ত বিষয়ও বটে। ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা-দর্শনের আলোকে শিক্ষার সংজ্ঞা বা পরিচয় নির্ণীত হয়। সংগত কারণেই আধুনিককালে শিক্ষাদর্শন একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। নিম্নে শিক্ষা'র কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো-

[৯]. আল্লাহ বলেন, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ইবন জরীর তাবারী (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "আমার শৈশবে যেমনিভাবে তারা স্নেহ ও মায়া-মমতা দিয়ে আমাকে লালন-পালন করেছেন, যতক্ষণ না আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পেরেছি।" ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত বাণীতে বিশেষভাবে *তারবিয়্যাহ* শব্দের উল্লেখ করার কারণ হল: তাকে লালন-পালন করতে মা-বাবাকে যে অসামান্য ক্লেশ ও গভীর স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করতে হয়েছে তা স্মরণ করে সন্তান যাতে তাদের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহ, অনুকম্পা ও মমতা প্রদর্শনে যত্নবান হয়। [সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭ : ২৪]।

[১০]. আল্লাহ বলেন, قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ইবন কাসীর (র.) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা এভাবে করেন- 'তুমি কি সেই ব্যক্তি নও; যে আমার বিছানায় আমার গৃহে থেকে আমাদের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছ ? এবং তোমার জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য বয়সসীমা পর্যন্ত আমি তোমার ওপর অনুগ্রহ করেছি ?' [সূরা আশ্-শু'আরা :২৬: ১৮]।

[১১]. "কোন বস্তুর নামের মাধ্যমে মানুষ তার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে থাকে, এটিই হয় মানুষের জ্ঞানলাভের পদ্ধতি। কাজেই মানুষের সমস্ত তথ্যজ্ঞান মূলত বস্তুর নামের সাথেই জড়িত। তাই আদমকে সমস্ত বস্তুর নাম শিখিয়ে দেয়ার মানেই ছিল, তাঁকে সমস্ত বস্তুর জ্ঞানদান করা হয়েছিল।" [সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, *তাফহীমুল কুরআন*, মাওলানা আব্দুর রহীম অনুদিত (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৩), ১ম খণ্ড, টীকা-৪২, পৃ.৬৪-৬৫, সূরা আল-বাক্বরা: ২: ৩১]।

[১২]. মানুষ আসলে জ্ঞানহীন। আল্লাহ তা'আলা তাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, তার বাইরে কোনো জ্ঞানই তার নেই। [সূরা আল-বাক্বরা:২:২৫৫] তবে সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ সকল মানুষকে সাধারণ জ্ঞান বা Common sense দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য একজন নিরক্ষর মানুষও নিজের জীবন নির্বাহ করতে সক্ষম হয়ে থাকে। পশুর বাচ্চাকে পশু হতে হয় না, কিন্তু মানবসন্তানকে মানুষ হতে হয়। মানবসন্তানের মানুষ হওয়ার জন্য জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকে বলা হয় শিক্ষা।

১. আল্লামা ইসফাহানী বলেন, تربية (*তারবিয়্যাহ*) বা শিক্ষা হলো কোনো বস্তুকে পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গরূপে নিয়ে যাওয়া।"[১৩]

২. কারো মতে, "Generally education means 'an expected and comparatively permanent change of human behavior."[১৪]

৩. জন মিল্টন বলেছেন- "Education is the harmonious development of body, mind and soul."

সুতরাং আমরা বলতে পারি, Education is a process of instilling something into human beings. বিষয়টিকে নিজ নিজ জীবনদর্শনের ভিত্তিতেই সংজ্ঞায়িত করা যুক্তিযুক্ত। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগত পার্থক্যের কারণে ইসলামী জীবনবিধানের আলোকেও শিক্ষার সংজ্ঞা অন্যান্য সংজ্ঞা হতে একটু ব্যতিক্রম।

শিক্ষার প্রত্যাশিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য: ইসলামে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সার্বজনিন, পবিত্র, মহৎ ও সতত কল্যাণময়। এর পরিসর অতিব্যাপক ও বিস্তৃত। মানুষ জ্ঞাননির্ভর সৃষ্টি হওয়ায় শিক্ষা মানুষের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জীবনময় এর পবিত্র পদচারণা ও পরিসর- এর সূচনা মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হতে তার পরিচয় জানার মধ্য দিয়ে এবং অনন্তকালের জন্য তা প্রবাহমান। সৃষ্টিগতভাবে মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। মানুষের পেটের ক্ষুধা নিবারণে যেমন ভাত-রুটি, ফলমূল নানা খাদ্যের প্রয়োজন হয়ে থাকে; ঠিক তার আত্মার ক্ষুধা মেটাতে প্রয়োজন হয় সঠিক জ্ঞান বা শিক্ষার। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় সেটা নির্ভর করে আসমানি জ্ঞানের ওপরে। সাধারণভাবে মানব মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞানের ওপরে নির্ভর করা হয়। তাই কোনো আদর্শিক ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। সকল সভ্য সমাজেই শিক্ষাকে Backbone of nation হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[১৫] প্রত্যেক জাতির বিশ্বাস ও মনন গঠনে শিক্ষা প্রধানতম শর্ত। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আকীদা-বিশ্বাস এখানে মূল চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানবজাতিকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত সহকারে। তিনি বলেছেন, "দয়াময় আল্লাহ। তিনিই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনি তাকে শিখিয়েছেন ভাবপ্রকাশ করতে।"[১৬] এই *হিদায়াত* হচ্ছে ঐশী নির্দেশনা বা আসমানি গ্রন্থসমূহ। নবী-

[১৩]. *মুজামুল লুগাতিল আরাবিয়াতিল মুআসিরাহ*।

[১৪] Rowshan Zannat, "Reform of Education (Islah al-Tarbiyat)", Paper presented at an Epistemology Reform Workshop held at Dhaka on 4th April, 2008.

[১৫]. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত শিশু অধিকার সনদ-এর অনুচ্ছেদ ২৯/১-এ শিক্ষার লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে- ১. শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকবে- ক.শিশুর ব্যক্তিত্ব, মেধা এবং মানসিক ও শারীরিক সামর্থের পরিপূর্ণ বিকাশ, খ. মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার এবং জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ, গ. শিশুর পিতা-মাতা তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তা, ভাষা ও মূল্যবোধ, তার মাতৃভূমি এবং অপরাপর সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ, ঘ. সমঝোতা, শান্তি, সহিষ্ণুতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকার এবং সকল মানুষ নৃ-গোষ্ঠী, জাতীয় ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী লোকজনের মধ্যে মৈত্রীর চেতনার আলোকে একটি মুক্ত সমাজে দায়িত্বশীল জীবনের জন্য শিশুর প্রস্তুতি, ঙ. প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ। [উদ্ধৃত: আব্দুস শহীদ নাসিম, সম্পা: ইকবাল হোছাইন মাছুম, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা*, http:www.Islamhouse.com.]

[১৬] . সূরা আর-রহমান: ৫৫: ১-৪।

রাসূলগণ তার বার্তাবাহক ও মানবতার মহান শিক্ষক। আল্লাহ নির্দেশিত এই বিধাননির্ভর জ্ঞানই হলো সঠিক ও নির্ভুল। এখানে মানুষকে তার প্রভুর পরিচয় জানা, নিজের পরিচয় জানা এবং নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সচেতন হওয়াকে অন্যতম জ্ঞান করা হয়েছে। মূলত মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যেই শিক্ষার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য বিদ্যমান। আল কুরআনের সর্বপ্রথম বাণী, "পড়! তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।---তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে কখনও জানতে পারত না।"[১৭] তিনি বলেছেন, "তারা আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করার।"[১৮] তিনি আরো বলেছেন, "আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন এবং মানুষকে এই জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে।[১৯] এখানে কয়েকজন মনীষীর শিক্ষা সম্পর্কিত বক্তব্য তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি-

১. প্লোটোর মতে, "শরীর ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা সবই শিক্ষার উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত।"[২০]

২. ড. ইকবালের ভাষায়, "পূর্ণাঙ্গ মুসলিম তৈরি করাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য।"[২১]

৩. ড. হাসান জামান বলেছেন, "প্রত্যয়দীপ্ত মহৎ জীবন সাধনায় সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।"[২২]

৪. প্রফেসর ড. খুরশীদ আহমদ বলেছেন, "স্বকীয় সংস্কৃতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সুনাগরিক তৈরি করা... এবং জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন হওয়া উচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য।"[২৩]

আমরা বলতে পারি, ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য ভোগবাদী চিন্তাচেতনার বিপরীতে একটি উন্নত নৈতিকতা নির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, বেঁচে থাকার জন্যে যে সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ প্রয়োজন তা সহজলভ্য করার পাশাপাশি তাদের আত্মার খোরাক মেটানোর ব্যবস্থাও করেছেন। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন হেদায়েত সহকারে। এই হেদায়াতই হলো শিক্ষার উৎস। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য একজন মানুষ আল্লাহর প্রকৃত গোলাম হয়ে একমাত্র তারই ইবাদত করবে। আসমানি নির্দেশনার আলোকে মানুষ তার শরীর ও মনের মুখপাত্র প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং রূহ বা বিবেককে কাজে লাগিয়ে নিজের ও অন্যের কল্যাণে ব্যস্ত থাকবে। নিরলসভাবে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করে তার মাধ্যমে সকল সৃষ্টি

[১৭]. সূরা আল-আলাক্ব: ৯৬: ১-৫।

[১৮]. সূরা আল-বাইয়্যেনাহ: ৯৮: ৫।

[১৯]. সূরা আল-যারিয়াত: ৫১ : ৫৬।

[২০]. আব্দুস শহীদ নাসিম, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা*।

[২১]. প্রাগুক্ত।

[২২]. প্রাগুক্ত।

[২৩]. প্রাগুক্ত।

ও মানবতার কল্যাণ সাধন করবে। সেজন্যে প্রত্যেক মানুষকে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করতে হবে। তিনি বলেছেন, “আমরা তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি”।[২৪] কেননা মানবজাতিকে জ্ঞাননির্ভর জাতি হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।

নবীযুগের শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক দিকসমূহ:

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিসালাতের শিক্ষা মিশনের পরিপূর্ণতা বিধানকারী। তার প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থাই অনাগতকালের মানুষের জন্য আদর্শ শিক্ষার সার্বজনীন ও শ্বাশত নমুনা। তিনি একাধারে ছিলেন সে যুগের শিক্ষা কারিকুলামের একক প্রবর্তক এবং সুমহান শিক্ষক। আর মসজিদে নববী ছিল প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক দিকগুলো অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হলো-

১. আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানের মূল উৎস:

আল্লাহ তা'আলা সকল জ্ঞানের মূল উৎস। তাকে কেন্দ্র করেই সকল জ্ঞান আবর্তিত। তিনি বলেন, “হে নবী বলুন, আল্লাহই সমস্ত জ্ঞানের মালিক।”[২৫] তিনি আরো বলেছেন, “তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং যিনি গায়েব ও প্রকাশ্য সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী।”[২৬] আল্লাহ তা'আলার কাছেই মানুষকে জ্ঞান অন্বেষণ করতে শিখানো হয়েছে। এজন্যেই তিনি মানুষকে বলতে শিখিয়েছেন, “প্রভূ! আমাকে আরো অধিক জ্ঞান দাও।”[২৭]

২. নবুওয়াত ও রিসালাত জ্ঞানের মূলসূত্র:

এটি ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির হিদায়াতের জন্যে যুগে যুগে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে আসমানি নির্দেশনা পাঠিয়েছেন। সে নির্দেশনাই মানবজাতির সকল জ্ঞানের মূল উৎস। একই ধারাবাহিকতায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিলকৃত কুরআন কারীম ছিল সর্বশেষ গ্রন্থ এবং এই কুরআনই ছিল তার শিক্ষাব্যবস্থায় জ্ঞানলাভের মূল উৎস। তাই মানবজাতির অনাগতকালের সদস্যদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জ্ঞানার্জনের জন্যে এই মূল উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাহ নাযিল করেছেন আর তোমাকে এমন জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমার জানা ছিল না।[২৮]

৩. মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ পালনের উপযুক্ত করার শিক্ষা:

পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য প্রতিনিধি বা খলিফা হিসাবে পাঠানো হয়েছে। এখানে মানুষের প্রথম ও প্রধান কাজ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার উপযুক্ত হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলা ও সে অনুযায়ী জীবন যাপন করা। শিক্ষাব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে এই প্রবণতা বজায় রাখা জরুরি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বাবস্থায় এই বিষয়টিকেই অক্ষুন্ন রাখা হয়েছিল। আল্লাহ বলেছেন,“আমি জিন আর মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার দাসত্ব করার জন্য।”[২৯] মানুষের মধ্যে আল্লাহর দাসত্ব করার চেতনা জাগ্রত করে দিয়ে তাকে আল্লাহর সত্যিকার বান্দা ও তার বিধান বাস্তবায়নের প্রতিনিধিরূপে গড়ে তোলাই এ শিক্ষানীতির মূলকথা। এটাই মানুষের প্রকৃত ও সত্যিকারের মর্যাদা। তাই নবুওয়াতি শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য আদর্শ মানুষ তৈরি।

৪. পূর্ণাঙ্গ জীবনভিত্তিক সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক দিক ছিল, একটি সুসমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা। সেখানে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়নি। দুনিয়ার জীবনকে একমাত্র কর্মক্ষেত্র এবং আখিরাতের জীবনকে কর্মফল ভোগের সময়কাল বিবেচনা করা হয়েছে। মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা এখানে বিদ্যমান ছিল। ইসলাম মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশে বিশ্বাসী। এই শিক্ষাব্যবস্থায় দুনিয়া ও আখিরাতের জীবননের কোনো একটিকেও উপেক্ষা করা হয়নি; বরং প্রতিটিকে তার প্রকৃত অবস্থানে রেখে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার চেতনাকে জাগ্রত করা হয়েছে।

৫. বাস্তবসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা:

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা কেবল বিশ্বাসনির্ভর জ্ঞানে সমৃদ্ধ নয়; বরং এখানে বিশ্বাস ও কর্মের সুসমন্বয় সাধন করা হয়েছে। দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে চন্দ্রালোকে নয় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। বিশ্বাস ও কর্ম পরস্পরকে আলাদা করা হয়নি। আবার এ উভয়কে একাকারও করা হয়নি। আখিরাতের বিশ্বাসকে সর্বতোভাবে ধারণ করে দুনিয়ার সকল কাজ সম্পাদনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

[২৪]. সূরা আন-নাহল: ১৬: ৩৬।

[২৫]. قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عَنْدَ اللهِ , সূরা আল-মূলক :৬৭ :২৬; সূরা আল-আহকাফ:৪৬ :২৩।

[২৬]. هُوْ اللهُ الَّذِىْ لاَ اِلَهَ هُوْ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ , সূরা আল-হাশর: ৫৯:২২, আরো দেখুন: সূরা আন-নিসা: ৪: ২৬, সূরা আল-বাক্বরা: ২: ২৫৫, সূরা আল-ইসরা: ১৭: ৮৫।

[২৭]. وَقُلْ رَبِّ زَدْنِىْ عِلْمًا , সূরা ত্বহা: ২০: ১১৪।

[২৮]. وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ , সূরা আল-নিসা: ৪: ১১৩, আরো দেখুন: সূরা আন-নমল: ২৭ : ৬, সূরা বনী ইসরাঈল : ১৭ : ৯, সূরা আল-বাক্বরা : ২: ১৮৫।

[২৯]. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ , সূরা আল-যারিয়াত : ৫১: ৫৬।

"পূর্ব কিংবা পশ্চিমে মুখ ফিরানো আসল পুণ্যের কাজ নয়। প্রকৃত পুণ্যের কাজ তো সেই ব্যক্তি করলো, যে নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনলো আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি। আর আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্যে নিজের ধনসম্পদ ব্যয় করলো আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও দাসমুক্তির জন্যে।....তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।"[৩০] এই শিক্ষা তাদেরকে স্বীয় প্রভূর দরবারে এভাবে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন- "হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান কর। আর আখিরাতের কল্যাণও। আর আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচাও।"[৩১]

বাংলাদেশের সমকালীন শিক্ষা ভাবনা:

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বয়স অর্ধ শতাব্দী প্রায়। পৃথিবীর সুপ্রাচীন একটি জনপদের নতুন কাঠামো আজকের বাংলাদেশ। এই জনপদে কবে কখন প্রথম জনবসতি গড়ে উঠেছিল তা সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন হলেও এটা সুনিশ্চিত যে পৃথিবীর সুপ্রাচীন জনপদসমূহের অন্যতম জনপদ আমাদের মাতৃভূমি আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ জনপদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এখানে ইসলাম সাহাবীগণের মাধ্যমেই এসেছে এবং বাংলা ভাষায় সরাসরি কয়েকশত কুরআনী শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে। এত অধিকসংখ্যক কুরআনের শব্দকে ধারণের গৌরব পৃথিবীর কম ভাষাতেই দেখা যায়। এ দেশের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির মিল অপূর্ব। ধর্মবিশ্বাসে এই জনপদের প্রায় নব্বই ভাগ ইসলামের অনুসারী। আর জনসংখ্যার অবশিষ্ট দশ ভাগ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। তাদের মাঝেও একসূত্রে ব্যাপক সাদৃশ্য বিদ্যমান। আর তাহলো স্বভাবগতভাবে এ সমাজের প্রায় সকল মানুষ ধর্মপ্রাণ। এ থেকে দেশের মানুষের আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মানুভূতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তাই এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠা দরকার জনগোষ্ঠীর চিন্তাদর্শনকে ভিত্তি করেই। দেশে নানা ধারার শিক্ষাকার্যক্রম এখনও চালু রয়েছে। তবে এ বিষয়ে অবিলম্বে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং গণমানুষের সম্পৃক্ততা আরো বাড়িয়ে একটি প্রত্যাশিত শিক্ষাধারা চালু করা জরুরি।

আজকের বাস্তবতায় প্রযুক্তির প্রসারে সারা পৃথিবী একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীকে বলা হয়- Global Village। হাতের নাগালের Internet, মুঠোফোন, আর আকাশ সংস্কৃতির আবহ আমাদেরকে পৃথিবীর অভিন্ন এক জনপদের বাসিন্দায় পরিণত করেছে। আর দূরের ও কাছের সকল জনপদের মানুষ ও পরিবেশকে করেছে একে অন্যের নিকটবর্তী। এমতাবস্থায় কেউ নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার বা থাকার কথা চিন্তাও করতে পারবে না। এমনকি দুনিয়ার এগিয়ে যাওয়ার গতি অর্জনে নিজেকে ইচ্ছাকৃত পিছিয়ে রাখার চিন্তা করাটাও কুপমন্ডুকতা। তবে অনাবশ্যক জ্ঞানচর্চা থেকে বিরত থাকতে হবে। অনাবশ্যক জ্ঞানচর্চা হলো, যার কোনদিকেই

৩০. সূরা আল-বাক্বরা : ২: ১৭৭।

৩১. رَبَّنَا اٰتِنَا فِیْ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِیْ الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ , সূরা আল-বাক্বরা : ২ : ২০১।

কোনো ইতিবাচক কার্যকারিতা নেই। খুব সাবধানতার সাথে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কোনটি আবশ্যক এবং কোনটি অনাবশ্যক তা নির্ধারণ করতে হবে। ইসলাম এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছে। তাই বর্তমান দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের প্রজন্মকে স্বকীয় আদর্শের আলোকে মূল্যবোধসম্পন্ন করে কিভাবে গড়ে তোলা যায়- তা আজকের সবচেয়ে বড় বিচার্য বিষয়। বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সন্দেহ নেই যে, এ ক্ষেত্রে শিক্ষাই অন্যতম প্রধান উপায় ও মাধ্যম।

স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা হবে জীবনমুখী এবং তা মানবীয় মূল্যবোধ নির্ভর-যা হবে যুগপৎ বিজ্ঞানভিত্তিক ও নৈতিকতানির্ভর। আর শিক্ষাঙ্গন হবে আমাদের সবচেয়ে পবিত্র ও প্রিয় অঙ্গন। আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান সমস্যা নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দারুণ সংকট। অনেক ক্ষেত্রেই দক্ষ লোক তৈরি সম্ভব হলেও নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলার কথা আমাদের বর্তমান শিক্ষানীতিতে উল্লেখ থাকলেও তা এখনো অজানা করণে অধারাই থেকে গেছে। ফলে নীতিহীন দক্ষ মানুষ দেশের কল্যাণে আসছে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান সময়ে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্র একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। অতীতের সকল রেকর্ডকে হার মানিয়েছে। সেখানে আমরা বিচিত্র সব ঘটনা দেখতে পাচ্ছি। সাম্প্রতিক সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একটা উদ্বেগজনক সংখ্যক ছাত্র-শিক্ষকের নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ আমরা প্রত্যক্ষ করছি- যা ইতঃপূর্বে কখনও এ জাতি প্রত্যক্ষ করেনি। এগুলো বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়; এর পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। এ সকল ঘটনায় সংশ্লিষ্টদেরকে দায়ী করার সাথে সাথে কিছু বিষয় আমাদের নজরে এসে যায়। তন্মধ্যে অন্যতম শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংঘটিত নানা অনিয়ম ও অদূরদর্শিতা। দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যবোধহীনতা স্পষ্ট ও প্রকটাকারে প্রতীয়মান এবং কথিত দুর্নীতি অনেক ক্ষেত্রে স্থায়ীরূপ লাভ করেছে। অন্যদিকে, গোটা শিক্ষাব্যবস্থা Market value বা বাজার মূল্যনির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটাকে শিক্ষার মূলদর্শন হতে বিচ্যুত বাণিজ্যিকিকরণ বলা যেতে পারে। অবশ্য, সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশের শিক্ষার হার বেড়েছে। মানুষ এক্ষেত্রে আগের চেয়ে অনেক সচেতন ও আগ্রহী হয়েছে। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অনিবার্য কারণেই আমাদের যোগ্য শিক্ষকের ঘাটতি, , শিক্ষার্থীর মাঝে মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি প্রকট আকার ধারণ করেছে যা মূলত শিক্ষার সার্বিক গুণগতমান মানকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে। সেবাখাত বা অন্যান্য ক্ষেত্রের চিত্রও প্রায় অভিন। আমাদের দেশের মানুষ এক সময় মোক্তারের কাছে আইনি সহায়তা গ্রহণ করতো; আর এখন সেই সেবাগ্রহণ করে থাকে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় হতে উচ্চতর ডিগীধারী অ্যাডভোকেট বা বিলেত পাস ব্যারিস্টারদের কাছে। সন্দেহাতীতভাবে তারা আগের মোক্তারদের চেয়ে আইন বিষয়ে অনেক পারদর্শী। কিন্তু সেবার মানসিকতার চিত্র ভিন্ন। মক্কেল সামর্থহীন হলেও কথা নেই। তার কপালে এতোটুকু কোনো আইনি সহায়তাও মেলে না। অথচ ন্যায়বিচার পাওয়া সকল মানুষের সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার। যদিও সেক্ষেত্রে তার আইনি সহায়তালাভ অত্যাবশ্যক। কিন্তু সামর্থহীন ব্যক্তি তার মৌলিক অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে আর্থিকভাবে

অসমর্থ হওয়ার কারণে। এই শ্রেণির মানুষকে আইনি সহায়তা দেয়া ব্যক্তির নয়, রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল। একথা সত্য, কিছুকাল আগেও আইনপেশা আজকের মত এত বাণিজ্যনির্ভর ছিল না। এখানে কর্মরতদের মধ্যে সেবা ও মূল্যবোধ কাজ করত অনেক বড় করে। আবার যদি চিকিৎসাসেবার কথা বলি, তাহলে দেখবো চিকিৎসা বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছে। আমাদের দেশও সেক্ষেত্রে একেবারে পিছিয়ে নেই। কিন্তু বাস্তবতা কী? কিছুকাল আগেও আমরা অসুস্থ হলে হেকিম, কবিরাজদের বাড়ি গিয়ে চিকিৎসা নিয়েছি। সেখানে সেবা ছিল মূখ্য, এখন সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকের কাছেই গৌণ। বর্তমানে দেশের প্রায় সর্বত্র আধুনিক হাসপাতাল ও ক্লিনিক হয়েছে। বিশ্বমানের Private Hospital এখন আমাদের দেশেই আছে। কিন্তু চিকিৎসা সেবা আমরা কি যথাযথভাবে পাচ্ছি? অসুস্থ হলে চিকিৎসা পাওয়া একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার। তা কি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে? নিকট অতীতের একজন স্বল্পশিক্ষিত, অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন অথবা অক্ষরজ্ঞানহীন কবিরাজ বা হেকিম যে মানবীয় গুণসম্পন্ন ছিলেন; আজকের অতি উচ্চডিগিধারী আমাদের স্বজন ও সন্তানদেরকে সে রকম পাচ্ছি না কেন? এর কারণ খুঁজে বের করতে হবে এখনই। আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে অনেক। বাস্তবতার নিরিখে কোনো সরকারের একার পক্ষে একাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। কিন্তু ব্যক্তি বা সামষ্টিক উদ্যোগে সেবাদানের কতটুকু প্রয়াস আমরা দেখতে পাচ্ছি। উপরন্তু উল্লিখিত পেশায় নিয়োজিতদের নামে অহরহ অসততা, অদক্ষতা, দায়িত্বহীনতা, দুর্নীতি আর আন্তরিকতাশূন্যতার অভিযোগ। ফলে এখাতও আজ সামর্থবানদের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। দরদী মন, মানবিক মূল্যবোধ, সহানুভূতি, সহমর্মিতা আজ আমাদের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। আজকের এই অবস্থা আমাদের সকলেরই জানা। দেশ এভাবে চলতে থাকলে ইট-পাথরের সমাজে মানুষ বাস করবে; তবে প্রাণহীন প্রাণী হিসাবে। বছরের দু'একটা দিনকে ভালোবাসা দিবস ঘোষণা করে ঘটা করে একটু মেকি ভালোবাসা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করতে হবে-বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন বা ভালোবাসার মানুষগুলোর কাছ থেকে। কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা, মমত্ববোধ আর ভ্রাতৃত্বের ভাণ্ডারশূন্য হয়ে যাবে। আমাদের পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠানগুলো মূল্যবোধ এবং আদর্শহীনভাবে পরিচালিত হওয়া এক্ষেত্রে প্রধানতম কারণ।

বর্তমান প্রেক্ষিতে করণীয় :

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় লেখাপড়া করার সুযোগ আমাদের দেশেই বিদ্যমান। সরকারি উদ্যোগের সাথে সাথে বেসরকারি উদ্যোগেও প্রাথমিক থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এ লক্ষ্যে দেশে ইতোমধ্যেই গড়ে উঠেছে। এছাড়া কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের যাত্রা আমাদেরকে বেশ আশান্বিত করেছে। উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশ গমনের সুযোগ সুবিধাও আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দেশে সাক্ষরতার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তাদের মধ্যে মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ বা গুণী মানুষের সংখ্যা সেভাবে বাড়ছে না। কারণ, শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যবোধ সৃষ্টির তেমন কোনো উদ্যোগ নেই। তাই সকল ক্ষেত্রেই দিন দিন নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনিয়ম আর দুর্নীতি আজ যেভাবে জেঁকে বসেছে- যা নিরসনে সংশ্লিষ্টদের কাছে রীতিমত একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার ও দেশের প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষ দুর্নীতিমুক্ত একটি রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের বিষয়ে গভীরভাবে কাজা করছে। নানা উদ্যোগও গ্রহণ করছে। কিন্তু বাস্তবতা তো ভিন্ন। আমরা সকল ভাল এবং সংশোধন নিজেকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছ থেকে আশা করছি। এটিই ব্যর্থতার মূল কারণ। তাই প্রয়োজনীয় সংস্কার উদ্যোগ নিজ ঘর থেকেই আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু এর শুরুটা করবে কে? কারণ আমাদের স্বপ্ন ও কর্মপ্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখি। বিষয়টি শুনতে অবাক লাগলেও এটাই আজকের নির্মম বাস্তবতা।

শিক্ষাব্যবস্থার এই বেহালদশার জন্যই আমাদের আবহমানকালের ঐতিহ্য পরিবার ও সমাজজীবনের মধুর আন্তঃসম্পর্ক শিথিল হতে হতে ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাওয়ার পথে। এ সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষার সম্পর্ক নিবিড়। আজ আমাদের দেশ গড়ার কাজে, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বোস্তরে মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষ ও নীতি-নৈতিকতাসম্পন্ন জ্ঞানীজনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষিত ও জ্ঞানী মানুষ তৈরি করছে, পরীক্ষায় পাসের হার বাড়াচ্ছে কিন্তু গুণগত শিক্ষা আজও সুদূর পরাহত। ফলে এ শিক্ষাব্যবস্থা দেশ ও সমাজকে গুণী মানুষ উপহার দিতে সক্ষম হচ্ছে না। অথচ এক সময়ে শিক্ষিতজনের কাছে প্রত্যাশা ছিল- "নুয়ে পড়ে ফলভারে পাদপ নিচয়, জলদ জলের ভারে কত নিচু হয়! গুণভরে জ্ঞানী যারা আরো নম্র হয় তারা তোষে সবাকার মন করিয়া বিনয়।" এই প্রত্যাশাকে বাস্তবরূপ দিতে প্রয়োজন আদর্শিক শিক্ষাব্যবস্থার।

জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়া একজন মুসলিমের বিশ্বাসের প্রধানতম অংশ। আর সমাজে বসবাসরত মানুষের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার সার্বজনীনতা ইতিহাসসিদ্ধ ও কালোত্তীর্ণ। আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক দুর্বলতার দিক হলো, শিক্ষা কারিকুলামে দেশের মানুষের 'আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেনি। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা কিছু নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হলেও তা সর্বজনগ্রাহ্য নয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রয়েছে পরিকল্পনার অভাব, বিশেষায়িত শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। ফলে এ খাতের উন্নয়ন আমাদের জাতীয় জীবনে আশাব্যাঞ্জক ফলাফল দিতে পারছে না। এজন্য জাতীয় প্রয়োজন বা চাহিদাকে সামনে রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা আজ সময়ের বিশেষ দাবী। আমাদের দেশে বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে শিক্ষাদান ও পাঠ্যসূচি নির্ধারণে নিম্নের বিষয়গুলোকে সামনে রাখা যেতে পারে-

১. এক অর্থে মানুষের নিজের কোনো জ্ঞান নেই এবং সে এক অতিতুচ্ছ উপাদানে সৃষ্ট বিধায় অহংকারশূন্যও থাকবে সেজন্য শিক্ষাদান ও গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসাবে- একজন মানুষ তার প্রভুর কথা স্মরণ রাখবে কারণ।

২. শিক্ষা মানবমনের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ থেকে শুরু করে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই এটি প্রত্যেক মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সাথে সংগতি রেখেই প্রণীত হওয়া অপরিহার্য। কারণ ধর্মবিশ্বাস মানুষের বিশ্বাস, চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. সকল পর্যায়ে উপযুক্ত ও আদর্শ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া। তাদেরকে মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষার্থী গড়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদান করা।

৪. শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও কল্যাণ চেতনা জাগ্রতকরণের বিষয়গুলোকে পাঠদানের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা।

৫. শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। তবে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ থাকা অপরিহার্য।

৬. মূল্যবোধনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা চালুকরণ এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ।

৭. শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা শিক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপের সাথে সাথে ইংরেজি, আরবিসহ বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ভাষা শিখানোর বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮. প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শ্রেণীকক্ষ হতে নিজ নিজ ধর্মশিক্ষা প্রদান করা ও বাস্তবজীবনে তা অনুসরণের জন্যে উদ্বুদ্ধকরণের ব্যবস্থা রাখা এবং প্রত্যেকের জন্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ করাকে বাধ্যতামূলক করা।

৯. গোটা জাতিকে শিক্ষা সচেতন এবং শিক্ষানুরাগী হিসাবে গড়ে তোলার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এজন্য বর্তমানে চলমান আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকার্যক্রমকে কাজে লাগানো।

১০. শিক্ষাকার্যক্রমের বাণিজ্যিকি মনোভাবের পরিবর্তনের জন্যে সকল গণমাধ্যমকে মূল্যবোধনির্ভর শিক্ষার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা।

১১. সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে আরো ভালো মানের প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

১২. বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা। সেজন্যে সরকারি হস্তক্ষেপ এবং সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সংশি- ষ্টদের সাথে সাথে যোগাযোগ করা।

১৩. উচ্চশিক্ষাগ্রহণ নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিশেষায়িত শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধিকরণসহ শিক্ষাকার্যক্রমকে সহজীকরণ করা।

১৪. দেশে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষার নানামুখি ধারাকে কমিয়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষাধারা চালু রাখা।

১৫. শিক্ষাকার্যক্রমকে সেবামূলক কার্যক্রম বিবেচনা করা এবং স্বল্পব্যয়ে সংশ্লিষ্টদের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১৬. শিক্ষাব্যবস্থার সকল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার প্রচেষ্টা জোরদার করা।

১৭. শিক্ষানীতি, শিক্ষাকার্যক্রমের সকল পর্যায়ে দেশের সচেতন জনগোষ্ঠীকে অধিকতর সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা করা।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআনুল কারীম।

২. আল-ফারুকী, ইসমাঈল রাজী. (২০০২). *জ্ঞান : ইসলামী রূপায়ন*, অনু. মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী. ঢাকা: বি আই আই টি।

৩. ড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন শেখ. (১৯৯৮). *শিক্ষা ও উন্নয়ন ঃ উন্নয়নশীল দেশের প্রতিশ্রুতি*. ঢাকা : শাকিল প্রকাশনী, ১৯৯৮।

৪. জাহাঙ্গীর, খোন্দকার আব্দুল্লাহ. (২০০৭). *কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা*, ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স।

৫. আলী, আজহার ও অন্যান্য. (১৯৯৮). *শিক্ষার ভিত্তি*, ঢাকা।

৬. বেগম, রাশিদা ও উদ্দীন, গিয়াস. (২০০০). *শিক্ষার ভিত্তি*. ঢাকা।

৭. হক, এ.কে.এম মোজাম্মেল. (২০০১). *শিক্ষার ভিত্তি*, ঢাকা।

৮. খন্দকার, আবদুল মোমেন. (২০০৫). ***শিক্ষা ও জীবন.*** ঢাকা: দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি জার্ণাল, ১ম খন্ড।

৯. আহমদ মুখতার ওমর, (২০০৮). *মুজামুল লুগাতিল আরাবিয়াতিল মুআসিরাহ*, কায়রো: 'আলাম আল-কুতুব।

১০. মওদূদী, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা.(২০০৩) *তাফহীমুল কুরআন*, অনু. মাওলানা আব্দুর রহীম. ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১ম খন্ড।

১১. সম্পাদনা পরিষদ. (২০০৪). শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেমিনার স্মারক, ঢাকা: বি আই সি এস।

12. নাসিম, আব্দুস শহীদ. (n.d.). সম্পা. ইকবাল হোছাইন মাছুম, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষানীতির রূপরেখা*, http:www.Islamhouse.com.

13. Islam, Md. Serajul. (2006). *Method of Action Research*. Dhaka: Bangladesh Law Book Company.

14. Ashraf, Sayed Ali. (1990). *Islamic Education Movement: An Historical Analysis*. Cambidge: The Islamic Academy.

15. Clough, G. B. (1904). *A Short History of Education*. London.

16. Alteker, A. S. (1948). *Education in Ancient India*, Beneras.

17. Hornby, A. S. (2008). *New Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford University Press, 8th Edition.

18. Shipley, Joseph T. (1945). *Dictionary of Word Origin's.* New York: Philosopical Library, 2nd Edition, Online source.

19. Zannat, Rowshan. (4th April 2008). *Reform of Education (Islah al-Tarbiyat).* Paper presented at an Epistemology Reform Workshop held at Dhaka.